দুনিয়া বিমুখ শত মনীষী

মুহাম্মাদ সিদ্দীক আল-মিনশাভী

অনুবাদ

আতাউল্লাহ আব্দুল জলীল
শিক্ষক, মারকাজে তালীমুল কুরআন উলূম, সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ

ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল
শিক্ষক, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল ফরিদাবাদ, ঢাকা
সহকারী সম্পাদক, মাসিক নেয়ামত

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

অনুবাদকের কথা

এক

আমার আব্বার বড় একটি নেশা হলো নতুন নতুন বই-পত্র সংগ্রহ করা, নিজে পড়া এবং ছেলেদের পড়তে দেওয়া। যে জন্য তাঁর উপার্জনের বড় একটা অংশ ব্যয় হয়ে যায় কিতাব-পত্রের পেছনে। এ কাজ করে আব্বা যেমন খুশি, খুশি আমরাও। যদিও অনেক আত্মীয় কখনো কখনো ঠাট্টা করে বলেন—তোরা বই-কিতাব ছাড়া কিছুই বুঝলি না। মৃদু হেসে তাদের এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না।

২০০৪ সালে আব্বা সৌদি আরব থেকে আসার সময় যে কিতাবগুলো এনেছিলেন, তার মধ্যে একটি *الزهاد مائة*। আব্বা কিতাবটি আলাদা করে আমার হাতে তুলে দেননি। কিতাবগুলো নাড়াচাড়া করতে করতেই পেয়ে যাই। নাম দেখেই খুব আকর্ষণ বোধ হলো। পড়া শুরু করলাম। তখন কাফিয়া জামাতে পড়ি। বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। বারবার অভিধানের সাহায্য নিতে হচ্ছিল। তবুও পড়লাম। শেষ করলাম। অনুবাদ করার একটি গোপন ইচ্ছাও মনে জাগল; কাজও শুরু করলাম। মাদরাসার ছুটির দিনগুলোতে অনুবাদ করতাম। কখনো কখনো পড়ার ফাঁকে অনুবাদ করতাম। এর মধ্যে এল পবিত্র রমযান। তারাবী ঠিক হলো গুলশানের এক মসজিদে। তারাবীর প্রস্তুতি নেওয়ার পর প্রায় পুরো সময় অনুবাদ করতাম। রমযান মাসেই প্রায় অর্ধেকের বেশি অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়।

এরপর অনেকদিন অনুবাদ বন্ধ। বইটির আর খবরই রাখিনি। একদিন পুরোনো খাতাগুলো দেখতে দেখতে পাণ্ডুলিপিটা পেয়ে গেলাম। ভাইয়াকে বললাম পাণ্ডুলিপিটা দেখে

দিতে এবং অবশিষ্ট অংশটুকু অনুবাদ করে দিতে। ভাইয়া পাণ্ডুলিপি দেখলেন। মন্তব্য করলেন—অনেক পরিমার্জন করতে হবে। এর মধ্যে ভাইয়া চলে গেলেন দেওবন্দ। আমি ফরিদাবাদ মাদরাসায় শরহে বেকায়া পড়ি। ভাইয়া ফিরে এলেন দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করে। অনুরোধ করলে এবার অনুবাদের কাজে হাত দিলেন। শেষ করলেন। পাণ্ডুলিপি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

এরপর সময় গড়িয়েছে অনেক। ব্যতিক্রম সেবা আর সৃষ্টিশীল কাজের সন্ধানে ভাইয়া পথ চলেছেন বহুদূর। আমি ফরিদাবাদেই ছিলাম। পাণ্ডুলিপিটা ছিল আমার কাছে অনেকটাই বিস্মৃত। এর মধ্যে পরিচয় ঘটে সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মাহমুদ ভাইয়ের সঙ্গে। নানান কথাবার্তায় পাণ্ডুলিপির কথা এল। তিনি ধরলেন—বইটি প্রকাশ করতেই হবে। ব্যস্ততা আর উজর-আপত্তির কোনো কথাই শুনলেন না। পাণ্ডুলিপি আদায় করেই ছাড়লেন। কিছু মানুষ আছে যাদের অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। তিনি হয়তো তাদেরই একজন।

দুই

আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় পরিবারের সঙ্গে সৌদি আরবে কাটিয়েছি। সময়টা ছিল আমার কৈশোরের শুরু। মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই থাকতাম প্রিয় নবীর দেশে। কত আনন্দ, কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই দেশটিকে ঘিরে। আরবী পড়তে পারতাম না। ঘরে *ফাজায়েলে আমাল* ছিল, *বুখারী শরীফে*র বাংলা ছিল, *মাওয়ায়েজে আশরাফিয়া* ছিল আর ছিল উবায়দুর রহমান খান নদভী সাহেবের *আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি*। দুপুর বেলা মাদরাসা থেকে ফেরার পর এগুলোই হতো আমার সঙ্গী। অনেক কিছুই বুঝতাম না। তবুও এগুলো নিয়েই ছিল আমার একটি জগৎ। এককেটি বই যে কতবার পড়েছি গুণে শেষ করতে পারব না। *ফাজায়েলে আমালে*র ঘটনাগুলো বারবার পড়তাম। নিজের অজান্তেই মনে

দাগ কেটেছিল খলীফা হারুনুর রশীদের ঘর ছেড়ে যাওয়া ছেলের ঘটনা। ঘটনাটি পড়তাম আর মনের কোণে কখন যে এত কান্না এসে ভিড় করত বুঝতেই পারতাম না। মনে হতো গলায় কী যেন আটকে গেছে। ঢোক গিলতে পারতাম না।

একদিন মাকে বললাম—আম্মা, আমি হারুনুর রশীদের ছেলের মতো হব।

মা হেসে বললেন—তোর বাবার কি রাজত্ব আছে?

মা কী বুঝে এ উত্তর দিয়েছিলেন আমি আজও বুঝি না। কিন্তু এতগুলো বসন্ত পার হওয়ার পরও আমার চোখে ভাসে একটি কিশোরের পবিত্র মুখ। পিতার ঐশ্বর্য ছেড়ে চলে গেছে যে অনেক দূর। অন্যের কাজ করে আহার জোগাড় করে। এভাবে চলতে চলতে একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর সময় এই অন্তিম অসিয়ত রেখে যাচ্ছে—

يَا صَاحِبِي لا تَغْتَرِرْ بِتَنَعُّمٍ فَالْعُمْرُ يَنْفَدُ وَالنَّعِيمُ يَزُولُ

وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جِنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ

হে জনাব, পার্থিব ঐশ্বর্যে প্রতারিত হবেন না
জীবন ফুরিয়ে যাবে, ঐশ্বর্য বিলীন হয়ে যাবে।
আপনি যখন কোনো লাশ বহন করে কবরে নিয়ে যান, তখন
মনে রাখবেন—একদিন আপনাকেও কবরে বহন করে নিয়ে
যাওয়া হবে।

সেই সময় থেকেই আলাদা আকর্ষণ বোধ করি যাহেদ ও দুনিয়া বিমুখ মানুষের প্রতি। বাবার সংগ্রহ থেকে আলাদা করে রাখি যুহদ ও যাহেদ সম্পর্কে লেখা কিতাবগুলো। একসময় ইচ্ছে হতো যুহদ ও যাহেদদের নিয়ে আরবীতে যত কিতাব আছে সব বাংলা করব। কিন্তু মানুষের সব আশাই তো আর পূর্ণ হয় না। আর তা সম্ভবও নয়।

তিন

শাইখ মুহাম্মাদ সিদ্দীক আল-মিনশাভী এই গ্রন্থের মূল লেখক। আমাদের দুর্ভাগ্য—আমরা এই লেখকের পরিচয় উদঘাটন করতে সফল হইনি। এই নামে একজন প্রসিদ্ধ কারী আছেন। অনেকেই জিজ্ঞেস করেন তিনি কি না। আসলে এ বিষয়টি এখনো জানতে পারিনি। মূল কিতাবের প্রকাশক দারুল ফজীলা লাইব্রেরীতে ই-মেইল করেও কোনো উত্তর পাইনি। মিশরে বসবাসরত পরিচিতজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও ব্যর্থ হয়েছি। এ জন্য এই মুহূর্তে লেখকের কোনো পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারছি না। ভবিষ্যতে সম্ভব হলে লেখকের পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

চার

বই প্রকাশের এই মুহূর্তে আমি আনন্দিত। কারণ, আমার ইচ্ছার কিছুটা হলেও বাস্তব রূপ লাভ করছে। আবার কিছুটা চিন্তিত। কারণ, যুহদ ও যাহেদদের শিক্ষার বড় একটি অংশ হলো—নিজেকে খ্যাতি ও সুখ্যাতি থেকে দূরে রাখা। কিন্তু অনুবাদে আমার নাম থাকাটাই আমাকে পীড়িত করছে। রাখতে হচ্ছে অনুবাদের বিশ্বস্ততা রক্ষার খাতিরে। তাই আল্লাহর দরবারে আরজি—তুমি আমার কাজে পূর্ণ ইখলাস দান করো। খ্যাতির মোহ থেকে রক্ষা করো। পার্থিব জীবনের সামান্য খ্যাতির কারণে আখেরাতের বিনিময়কে বরবাদ কোরো না। হে আল্লাহ, তুমি লেখক, অনুবাদক, পাঠক ও প্রকাশনা-সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমানভাবে ইখলাস ও কবূলিয়্যাত দান করো। আমীন।

ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল
ফরিদাবাদ, ঢাকা
২৬ মুহাররম, ১৪৩৬ হিজরী

নতুন সংস্কারের ভূমিকা

এক বছরের ব্যবধানে তৃতীয় বারের মতো মুদ্রিত হলো *দুনিয়া বিমুখ শত মনীষী*। একটি বইয়ের পুনর্মুদ্রণ পাঠকপ্রিয়তার প্রমাণই বহন করে। নেক কাজের তাওফীক লাভ করা, নেক কাজ অব্যাহত থাকা সবই আল্লাহর অনুগ্রহ। নেক কাজ লৌকিকতামুক্ত রাখাও আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব নয়, অতীতের সব নেক কাজের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করছি। ভবিষ্যতে নেক কাজ করার তাওফীক লাভের জন্য আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করি।

এবারের মুদ্রণটি পরিমার্জিত সংস্করণ। সুহৃদ হুসাইন ভাই অনেক কষ্ট করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সযত্নে প্রুফ দেখে দিয়েছেন, মনোযোগী পাঠক এর ছাপ উপলব্ধি করতে পারবেন। মুদ্রিত বই শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ একটা সময় পরিমার্জনের সুযোগ দেওয়ায় রাহনুমা প্রকাশনীর সালাহউদ্দীন কাওছার ভাইকে ধন্যবাদ না জানালেই নয়। সদা হাসিমুখের সরল কর্মঠ এ মানুষটিকে বিরক্ত হতে দেখিনি কোনোদিন। আল্লাহ তাকে জীবনে-মরণে সফল ও সুখী করুন।

জীবনে যেসব মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হয়েছি, অনেক অলসতার মাঝেও কর্মপ্রেরণা পেয়েছি তাদের একজন হলেন, মাহমুদুল ইসলাম, রাহনুমা প্রকাশনীর স্বপ্নদ্রষ্টা। কান্তিময় চেহারায় উজ্জ্বল মানুষটি নানামুখী কাজের

স্বপ্ন নিয়ে ঘোরেন। রাতদিনের পরিশ্রমে সেসব স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেন। এই বইয়ের জন্ম থেকে নিয়ে আজ অবধি পথ চলার প্রায় সবটুকুই তার হাত ধরে রচিত। তার কাছে কৃতজ্ঞ, 'সদকায়ে জারিয়া'র মতো একটি কাজ তিনি আমাদের করার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে।

জীবনের গতি সতত বহমান বলে মানুষ নানান পরিস্থিতির শিকার হয়, সেসব পরিস্থিতিতে পড়ে মানুষ কত কিছুই না করে। রাহনুমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখনো আর্থিক নয়, আত্মিক। *দুনিয়া বিমুখ শত মনীষী*র পাণ্ডুলিপিটি রাহনুমা প্রকাশনীকে আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়াই মুদ্রণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমরা কিংবা আমাদের ওয়ারিশরা কোনোদিন এই পাণ্ডুলিপির মালিকানা দাবি করব না। তবে রাহনুমা প্রকাশনী যদি কখনো পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশে অনিচ্ছুক হয় তাহলে বইটি জীবিত রাখার স্বার্থে আমাদের ফেরত দিতে পারে।

আল্লাহ তাআলা সবার নেক মাকসাদ পূরণ করুন। আমীন।

ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল
ফরিদাবাদ, ঢাকা
২৮ শাওয়াল, ১৪৩৭ হিজরী

ভূমিকা

এই কিতাবটি সৌরভময় মনোমুগ্ধকর কিছু বাক্যের সমাহার। এখানে একশো মহান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। তাঁরা সবাই প্রখ্যাত যাহেদ। যাঁরা মানব ইতিহাসে আপন চরিত্রকে এঁকেছেন আলোকোজ্জ্বল বর্ণমালা দিয়ে।

শুরুতেই এসেছে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা। যিনি শেষ নবী। নবীগণের ইমাম। বার্তাবাহক, বাত্‌হা উপত্যকার সর্বোত্তম পদচারণকারী। ধরণীর বুকে চলেছেন ফিরেছেন। প্রথম সুপারিশকারী। প্রথম সুপারিশ কবূলকৃত ব্যক্তি। তাঁর হাতে থাকবে প্রশংসার ঝাণ্ডা। তাঁর মাধ্যমে দুআ কবুলের আরজি পেশ করা হয়। তাঁর যুহদের উপমা নেই। তাঁর দান-দক্ষিণার সীমা-পরিসীমা নেই। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের অন্ত নেই। তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁর ঘাম পবিত্র। মণি-মুক্তার ন্যায় তাঁর কথামালা। তাঁর নীরবতা হলো চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যানমগ্নতা। তাঁর মজলিস হলো যিকর ও ফিকর। তাঁর বাণী হলো মহৌষধ। তাঁর অনুচ্চ ধ্বনী হলো তাসবীহ। তাঁর উচ্চ আওয়াজ হলো তাহলীল। নির্বাচিতদের মধ্যমণি, অভাবীদের বন্ধু। তাঁর মাঝে সমাবেশ ঘটেছিল সমস্ত গুণাবলির—যা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল সকল নবী-রাসূলের মাঝে। বড়দের বিনয়ের প্রথম শিক্ষাঙ্গনের প্রধান। দুনিয়াতে তাঁর আবির্ভাব ছিল মানবতার পুনর্জন্ম। তাঁর রিসালাত সমাপ্ত করেছে নবুওয়তের ধারা। তিনি এসেছেন সীরাত ও চরিত্রের ছবি নতুন করে আঁকতে, মানুষকে দীন ও তাওহীদ পৌঁছে দিতে।

তারপর আলোচনা করেছি দাউদ আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর। এরপর খুলাফায়ে রাশেদীনের। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত করেছি উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.-এর আলোচনা। তারপর পর্যায়ক্রমে সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনের আলোচনা করেছি।

তাঁদের নিজ হস্তগত জিনিসের চেয়ে আল্লাহর উপর ভরসা ছিল বেশি। তাঁদের অন্তর ছিল আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণ। তাঁদেরকে সবকিছু ভয় করত।

তাঁরা নিজ অন্তর আলোকিত করেছেন যিকিরের মাধ্যমে। তাঁরা আত্মাকে পরিপুষ্ট করেছেন পরহেজগারী দিয়ে। রাতের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে গুঞ্জরিত করেছেন যিকিরের ধ্বনি দিয়ে। আনন্দের দরুন কখনো মৃত্যুকে ভোলেননি। সম্পদ ছিল তাঁদের অনুগামী; তাঁরা সম্পদের অনুগামী ছিলেন না। তাঁদের চরিত্র যামানাকে পূর্ণতা দিয়েছে। তাঁদের জীবন চিহ্নিত হয়েছে বিশ্বাসের উষ্ণতায়। আল্লাহর রাহে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করতেন না। কোনো শাসকের শাসন তাদের সত্য থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁদের অন্তর আসমানী ইশারার প্রতীক্ষায় থাকে। তাঁরা কখনো এ ধারণা করেননি যে তাঁদের ঘটনা ভবিষ্যত বংশধরদের নিকট বর্ণিত হবে।

আমরা তাঁদের জীবন ও যুহদের কাছে এসেছি—তাঁদের কাছে বড়ত্ব ও মহত্ত্বের রহস্য এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের কারণ কী তা জানতে। তাঁরা কিভাবে এত কষ্ট সহ্য করেছেন, প্রবৃত্তিকে দমন করেছেন, আল্লাহর আদেশকে আপন অন্তরে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। কীভাবে তাঁরা আরামের বিছানা ছেড়েছেন। ঘুম অপছন্দ করেছেন। রাত্রি জাগরণ করেছেন নামাযে। দিন কাটিয়েছেন রোযা রেখে। উদর হেফাজত করেছেন হারাম থেকে।

ইখলাস ও আত্মনিবেদন লালন করেছেন অন্তরের গভীর থেকে। তাঁরা অসুস্থদের মতো অস্থির ও বেচাইন থাকতেন। তাঁদের অবস্থা ছিল দোদুল্যমান। সন্তানহারা জননীর মতো কাঁদতেন। তাঁদের কথায় অন্তর বিগলিত হয়। জ্ঞানীরা তাঁদের কথাকে কাজে পরিণত করেছেন। চোখের অশ্রু দিয়ে গুনাহ ধৌত করেছেন।

হে আল্লাহ, কাজে-কর্মে আপনার কাছে ইখলাস কামনা করি। কেয়ামতের দিন আমাদের তাঁদের দলভুক্ত করুন, যেদিন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না, তবে যে আল্লাহর নিকট স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে আসে সে ব্যতীত। হে আল্লাহ, এ কাজ কবূল করে নিন। কেয়ামতের দিন এ কাজ নেকের পাল্লায় অন্তর্ভুক্ত করুন।

—মুহাম্মাদ সিদ্দীক আল-মিনশাভী

সূচিপত্র

১ ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম−২১
২ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম−৩৭
৩ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম−৪০
৪ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু−৪৪
৫ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.−৫৫
৬ হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি.−৬৭
৭ হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব রাযি.−৭৫
৮ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.−৮২
৯ হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাযি.−৮৯
১০ হযরত মুসআব ইবনে উমায়র রাযি.−৯১
১১ হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি.−৯৩
১২ হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি.−৯৬
১৩ হযরত সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাযি.−১০১
১৪ হযরত উমায়র ইবনে সাদ রাযি.−১০৬
১৫ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.−১১১
১৬ হযরত আবূ যর গিফারী রাযি.−১১৬
১৭ হযরত আবূদ দারদা রাযি.−১২১
১৮ হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাযি.−১২৭
১৯ হযরত সালমান ফারসী রাযি.−১৩০
২০ হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি.−১৩৫
২১ হযরত আবূ হুরাইরা রাযি.−১৩৯
২২ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.−১৪২
২৩ হযরত হারিম ইবনে হায়্যান রহ.−১৪৮
২৪ হযরত আমর ইবনে উতবাহ রহ.−১৫১
২৫ হযরত ওয়াইস আল-কারনী রহ.−১৫৪
২৬ হযরত আমের ইবনে আবদে কায়স রহ.−১৫৯

২৭ হযরত আবূ মুসলিম আল-খাওলানী রহ.–১৬৪
২৮ হযরত আলকামা ইবনে কায়স রহ.–১৬৯
২৯ হযরত আর-রাবি ইবনে খুছায়ম রহ.–১৭২
৩০ হযরত মাসরূক ইবনে আজদা রহ.–১৭৫
৩১ হযরত আহনাফ ইবনে কায়স রহ.–১৭৮
৩২ হযরত সফওয়ান ইবনে মুহরিয রহ.–১৮৩
৩৩ হযরত আসওয়াদ আন-নাখায়ী রহ.–১৮৬
৩৪ হযরত ইয়াযিদ ইবনে আসওয়াদ রহ.–১৮৮
৩৫ হযরত সিলা ইবনে আশয়াম রহ.–১৯০
৩৬ হযরত শাকীক ইবনে সালামা রহ.–১৯৩
৩৭ হযরত মুতাররিফ ইবনে শিখখীর রহ.–১৯৫
৩৮ হযরত ইবরাহীম আত-তাইমী রহ.–১৯৭
৩৯ হযরত যায়নুল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইন রহ.–২০০
৪০ হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ.-২০৪
৪১ হযরত ইবরাহীম আন-নাখায়ী রহ.–২০৭
৪২ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরিয রহ.–২১০
৪৩ হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রহ.–২১৩
৪৪ হযরত তাওস ইবনে কায়সান রহ.–২১৫
৪৫ হযরত বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী রহ.–২১৮
৪৬ হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার রহ.–২২০
৪৭ হযরত হাসান বসরী রহ.–২২৩
৪৮ হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ.–২২৮
৪৯ হযরত তালহা ইবনে মুসাররিফ রহ.–২৩২
৫০ হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ.–২৩৪
৫১ হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ.–২৩৭
৫২ হযরত আওন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা রহ.–২৩৯
৫৩ হযরত ইয়াযিদ আর-রাকাশী রহ.–২৪১
৫৪ হযরত বেলাল ইবনে সা'দ রহ.–২৪৪
৫৫ হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি রহ.–২৪৭
৫৬ হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের

ইবনে আওয়াম রহ.–২৫১
৫৭ হযরত সাবেত আল-বুনানী রহ.–২৫৩
৫৮ হযরত মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রহ.–২৫৫
৫৯ হযরত আইয়ূব আস-সিখতিয়ানী রহ.–২৫৮
৬০ হযরত মালেক ইবনে দিনার রহ.–২৬০
৬১ হযরত মনসুর ইবনে মু'তামির রহ.–২৬৫
৬২ হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম রহ.–২৬৭
৬৩ হযরত যিয়াদ ইবনে আবূ যিয়াদ রহ.–২৬৯
৬৪ হযরত রাবিয়াতুর রায় রহ.–২৭১
৬৫ হযরত ইউনুস ইবনে উবায়দ রহ.–২৭৩
৬৬ হযরত সালামা ইবনে দিনার রহ.–২৭৬
৬৭ হযরত আতা আস-সালিমী রহ.–২৮০
৬৮ হযরত সুলায়মান আত-তাইমী রহ.–২৮৩
৬৯ হযরত কাহমাস ইবনে হাসান আল-কায়সী রহ.–২৮৬
৭০ হযরত ইমাম আবূ হানীফা নুমান রহ.–২৮৮
৭১ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওন রহ.–২৯৩
৭২ হযরত হাসসান ইবনে আবূ সিনান রহ.–২৯৫
৭৩ হযরত উহাইব ইবনুল ওয়ারদ রহ.–২৯৮
৭৪ হযরত আওযায়ী রহ.–৩০১
৭৫ হযরত ইবনে আবী যিব রহ.–৩০৪
৭৬ হযরত হাইওয়াহ ইবনে শুরাইহ রহ.–৩০৬
৭৭ হযরত সুলায়মান আল খাওয়াস রহ.–৩০৭
৭৮ হযরত সুফিয়ান আস-সাওরী রহ.–৩০৯
৭৯ হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ.–৩১৪
৮০ হযরত দাউদ আত-তাঈ রহ.–৩১৭
৮১ হযরত ওয়াররাদ আল-আযলী রহ.–৩২১
৮২ হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ.–৩২৩
৮৩ হযরত ইমাম মালেক রহ.–৩২৬
৮৪ হযরত দাইগাম ইবনে মালেক রহ.–৩৩২
৮৫ হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.–৩৩৪

৮৬ হযরত আবদুল্লাহ আল-উমারী রহ.–৩৩৭
৮৭ হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ.–৩৩৯
৮৮ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস রহ.–৩৪৫
৮৯ হযরত শাকীক বলখী রহ.–৩৪৭
৯০ হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত রহ.–৩৪৯
৯১ হযরত ওয়াকী ইবনে জাররাহ রহ.–৩৫১
৯২ হযরত মা'রূফ আল-কারখী রহ.–৩৫৪
৯৩ হযরত ইমাম শাফেঈ রহ.–৩৫৬
৯৪ হযরত আবূ সুলায়মান আদ-দারানী রহ.–৩৬০
৯৫ হযরত মানসূর ইবনে আম্মার রহ.–৩৬৩
৯৬ হযরত বিশর আল-হাফী রহ.–৩৬৬
৯৭ হযরত হাতেম আল-আসাম্ম রহ.–৩৭০
৯৮ হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.–৩৭৩
৯৯ হযরত আস-সারী আস-সাকতী রহ.–৩৭৮
১০০ হযরত আবদুস সামাদ ইবনে উমর রহ.–৩৮১

গ্রন্থপঞ্জি–৩৮৩

যুহদ ও যাহেদ

যুহদ হলো—দীর্ঘ আশা পরিত্যাগ করা। –সুফিয়ান ছাওরী রহ.

দরিদ্রতা ভালোবেসে আল্লাহর উপর ভরসা করা। –ইবনে মুবারক রহ.

আল্লাহ থেকে যা বিমুখ করে তা পরিত্যাগ করা। –আবূ সুলায়মান আদদারানী রহ.

দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা এবং হৃদয়ের আয়না থেকে এর কালো দাগ মুছে ফেলা। –জুনাইদ রহ.

অর্থ ও বিত্তের মোহ থেকে মুক্ত হওয়া। –আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ রহ.

দুনিয়াকে পরিত্যাগ করা এবং দুনিয়াদারদের উপেক্ষা করা। –আবূ উসমান রহ.

যুহদ তিন প্রকার :

১. হারাম বর্জন করা। এ হলো সাধারণদের যুহদ।

২. হালালের মাঝে যা অনর্থক তা ছেড়ে দেওয়া। এ হলো বিশিষ্টজনদের যুহদ।

৩. আল্লাহ থেকে যা বিমুখ করে এমন সবকিছু পরিত্যাগ করা। তা হলো আরেফদের যুহদ। –ইমাম আহমদ রহ.

যুহদ হলো—বিলুপ্ত ও বিলীন হয়ে যাবে মনে করে দুনিয়ার দিকে দেখা।
যা হাতছাড়া হয়ে গেছে অন্তর থেকে তা সরিয়ে দেওয়া।
অন্তরকে নির্দ্বিধায় দুনিয়া থেকে মুক্ত করা।
সুনামের আশা না করে দুনিয়া থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া।
যাহেদ হলো ওই ব্যক্তি যে দুনিয়া প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয় না। হারানোতে ব্যথিত হয় না।